দৈনিক সংবাদ

15

তারিখ ... 07 MAR 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ইংরেজী শিক্ষার মান

আমাদের দেশে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা। মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত। তবে অন্তত একটি বিদেশী ভাষা শেখার প্রয়োজন আছে। বিশ্বে বহুল প্রচলিত ভাষাগুলোর একটিও যদি আমরা না জানি, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব। সেজন্য আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্ব পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যে উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বাস্তবে সে উদ্দেশ্য সাধন কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ ইংরেজী শিক্ষার মান দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা চলনসই ইংরেজী জানেন-বোঝেন তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছে।

এ অবস্থা একদিনে হয়নি। অথবা ব্যাপারটা এমন নয় যে, আমাদের জন্য ইংরেজী শেখা খুব কঠিন কাজ। এক সময় ইংরেজীতে চৌকস ছাত্র-ছাত্রীর অভাব ছিল না। শিক্ষা বিভাগের অবহেলা ও অন্যান্য কারণে ইংরেজী শিক্ষার হাল অবস্থা খারাপের দিকে চলে গিয়েছে।

সাধারণভাবে শিক্ষার মান ঢাল বেয়ে নামছে। প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সবখানে একই অবস্থা। হঠাৎ কোন কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্ধের পালা শুরু হয়। যখন খোলা থাকে তখন আবার পড়াশোনা বন্ধ থাকে কখনও শিক্ষকের অভাবে, কখনও পাঠ্য বইয়ের অভাবে। শিক্ষার অবনতির কারণের অভাব নেই। এই সর্বগ্রাসী সংকটের মধ্যে বিশেষভাবে ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার মহাসংকট।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে, চাঁদপুর ও শেরপুর জেলার শতকরা ৮০/৯০ ভাগ বেসরকারী কলেজ ও সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইংরেজী শিক্ষক নেই। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। ইংরেজী শিক্ষার দুর্গতির জন্য এই একটি কারণই যথেষ্ট।

সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি সিনিয়র মাদ্রাসায় একজন, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে দুইজন এবং ডিগ্রী কলেজে আরও বেশি ইংরেজী শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। বাস্তবে সেসব নিয়ম মানা হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষও খোঁজ নিয়ে দেখছেন না নিয়ম মানা হচ্ছে কি না।

জেলা-উপজেলার কোন কোন কলেজ ইংরেজী শিক্ষকের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও যোগ্য শিক্ষক পায়নি। কেউ দরখাস্ত করেননি বা চাকরির জন্য হাজির হননি। এটা সমস্যার আর এক দিক। ইংরেজীতে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যারা পাস করে বেরোন তাদের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন কম।

বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব সভ্যতার অর্জিত আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। উন্নত বিশ্বের সাথে যোগসূত্রের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সাহায্য করে। এ দিকটি বিবেচনায় রেখে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।